গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা

এবং

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ -এর
মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	৩
মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
সেকশন ১: মৎস্য অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ও কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১২

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা

এবং

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of Performance of the Department of Fisheries)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের ২৫.৩০ শতাংশ মৎস্য উপখাত থেকে আসে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)। বিগত দশকে মৎস্য খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। দেশের রপ্তানি আয়েও এ খাত রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮) মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩৮.৭৮, ৪১.৩৪ ও ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ ও উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০১৮)।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- ব্রুডস্টকের অবক্ষয়, গুণগত মানসম্পন্ন পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততা;
- জলাবদ্ধতা, মাছের মাইগ্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস;
- পানি প্রবাহ হ্রাস এবং পলি জমার কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- গলদা ও বাগদা চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত পিএল এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব;
- জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাব;
- অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, স্থায়িত্বশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভিশন ২০২১-এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে-

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ভিত্তিবছরের (২০১২-১৩: ১৮.৬০ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৪৫% এবং মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ভিত্তি বছরের (২০১২-১৩: ৯.৬১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ২০% বৃদ্ধি করা;
- ইলিশ মাছের উৎপাদন ভিত্তি বছরের (২০১২-১৩: ৩.৫১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ২০% এবং সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ভিত্তি বছরের (২০১২-১৩: ৫.৮৯ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ১৮% বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয়ভাবে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য হতে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণ;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালুঅ্যাডেড মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আয় ১.২৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তা পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা ও খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- বেকার যুবকদের জন্য ভিত্তি বছর (২০১২-১৩) হতে অধিক (২৫%) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ভিত্তি বছর (২০১২-১৩) হতে ২০% বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্যচাষ, সমাজভিত্তিক সংগঠন ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ভিত্তি বছর (২০১২-১৩) হতে ২৫% বৃদ্ধিকরণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ ও চিংড়ি সরবরাহের প্রতিটি ধাপে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে দেশব্যাপি ৫৭০ হেক্টর প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন;
- ১৭০ হেক্টর বিল নার্সারি স্থাপন ও ২৫৬ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্তকরণ;
- দক্ষতা উন্নয়নে ১.৩১৭৭৫ লক্ষ জন মৎস্যচাষি/সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিচালিত ৬৩৭ টি মৎস্য হ্যাচারির নিবন্ধন ও নবায়ন;
- গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১১১৭ টি খাদ্য নমুনা পরীক্ষা;
- মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ১৭৫ টি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও ১২০০ টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ২৩৫০০ টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং ১৮২৫ টি নমুনার রেসিডিউ পরীক্ষণ; এবং
- বছর ব্যাপী ৫৫৫০ টি বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান

সেকশন ১

মৎস্য অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৪. মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন ও মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন;
২. বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ;
৩. মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান;
৪. মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা;
৫. মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
৬. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
৭. জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ;
৮. এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা উৎপাদন/সরবরাহ;
৯. পাইলোটিং ভাবে সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
১০. মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহ লাইসেন্স কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন (নতুন/পুরাতন);
১১. আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা স্থাপন;
১৩. মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান;
১৪. মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৫. মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ;
১৬. মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম;
১৭. রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং নমুনার রেসিডিউ পরীক্ষণ;
১৮. রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান; এবং
১৯. বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন*		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক: ২০১৯-২০					প্রক্ষেপন (২০২০-২১)	প্রক্ষেপন (২০২১-২১)
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	৮০	[২.১] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন	[২.১.১] পরিদর্শনকৃত কনসাইনমেন্ট	সংখ্যা	১৬.০০	২০৪০	২০৬০	২০৮০	২০৭০	২০৬০	২০৫০	২০৪০	২০৯০	২১০০
		[২.২] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ	[২.২.১] সংগৃহীত নমুনা ও পরীক্ষা	সংখ্যা	১৬.০০	১২৯৭০	১৩০১০	১৩১০০	১২৯৫০	১২৭৭৫	১২৬৩০	১২৫০০	১৩১৫০	১৩২০০
		[২.৩] মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান	[২.৩.১] সনদ প্রদান	সংখ্যা	১৬.০০	২০৪০	২০৫০	২০৬০	২০৫০	২০৪০	২০৩০	২০২০	২০৭০	২০৮০
		[২.৪]দূষণ মনিটরিংয়ে মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনার রেসিডিউ পরীক্ষণ	[২.৪.১] নমুনা পরীক্ষা	সংখ্যা	১৬.০০	১১৪৯	১২৬০	১২৭৫	১২৬০	১২৫০	১২৪০	১২৩০	১২৮০	১২৮৫
		[২.৫] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা	[২.৫.১] পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	১৬.০০	১৫০	১৫৫	১৬০	১৫৫	১৫০	১৪৫	১৪০	১৬৫	১৭০
মোট	৮০				৮০									

* সাময়িক

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রার মান: ২০১৯-২০				
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	০.৫	৬০	-	-	-	-
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	সংখ্যা	০.৫	২৪ জুলাই, ২০১৯	২৯ জুলাই, ২০১৯	৩০ জুলাই, ২০১৯	৩১ জুলাই, ২০১৯	০১ আগস্ট, ২০১৯
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫	১৩ জানুয়ারি, ২০২০	১৬ জানুয়ারি, ২০২০	১৭ জানুয়ারি, ২০২০	২০ জানুয়ারি, ২০২০	২১ জানুয়ারি, ২০২০
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	-
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০	-
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১১	১০	৯	-
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	-
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	২	-	-
			[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	১৫ জানুয়ারি, ২০২০	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রার মান: ২০১৯-২০				
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১ মার্চ, ২০২০	১৮ মার্চ, ২০২০	২৫ মার্চ, ২০২০	১ এপ্রিল, ২০২০	৮ এপ্রিল, ২০২০
		[২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	[২.৩.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
		[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.৪.১] অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১	১৬ আগস্ট, ২০১৯	২০ আগস্ট, ২০১৯	২৪ আগস্ট, ২০১৯	২৮ আগস্ট, ২০১৯	৩০ আগস্ট, ২০১৯
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	০৪ মার্চ, ২০২০
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	০৪ মার্চ, ২০২০
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		[৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

*সাময়িক

** জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

***মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

আমি উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এ চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ; উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এ চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা

তারিখ

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

তারিখ

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ	বিবরণ
১	এআইজি	অলটারনেটিভ ইনকাম জেনেরেটিং
২	বিএফআরআই	বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৩	বিএফডিসি	বাংলাদেশ ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৪	বিবিএস	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স
৫	ডিওএফ	ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ
৬	ইপিবি	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
৭	এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেন
৮	এফআইকিউসি	ফিশ ইন্সপেকসন এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল
৯	জিডিপি	গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট
১০	আইইউইউ	ইল্লিগ্যাল, আনরিপোর্টেড এন্ড আনরেগুলেটেড
১১	আইইউসিএন	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার
১২	এলজিইডি	লোকাল গভার্মেন্ট এন্ড ইন্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
১৩	এমওএফএল	মিনিস্ট্রি অব ফিশারিজ এন্ড লাইভস্টক
১৪	এমএমডি	মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস
১৫	এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
১৬	এসপিএফ	স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.১] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন	[২.১.১] পরিদর্শনকৃত কনসাইনমেন্ট	মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক লটে প্রক্রিয়াজাতকৃত ও মজুদকৃত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মৎস্য বা মৎস্য পণ্যকে কনসাইনমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। সংশ্লিষ্ট মৎস্য পরিদর্শণ ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পরিদর্শক উক্ত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করেন।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও রেজিস্টার পরীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ	[২.২.১] সংগৃহীত নমুনা ও পরীক্ষা	সাধারণত কোন রপ্তানিকারক কর্তৃক কনসাইনমেন্ট ঘোষণা করা হলে উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শক উহা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উক্ত কারখানা বা স্থাপনায় প্রক্রিয়াজাত বা রক্ষিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং পানি, বরফ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভৌত, রাসায়নিক এবং অনুজীবীয় অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য অনুমোদিত সরকারী পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও রেজিস্টার পরীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান	[২.৩.১] সনদ প্রদান	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মৎস্য বা মৎস্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক কনসাইনমেন্ট এর মৎস্য বা মৎস্য পণ্য সম্পর্কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে স্বাস্থ্যসম্মত (হাইজেনিক) সনদ সংগ্রহ করা হয়।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও রেজিস্টার পরীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] দূষণ মনিটরিংয়ে মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনার রেসিডিউ পরীক্ষণ	[২.৪.১] নমুনা পরীক্ষা	মাছ ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের অথবা প্রাকৃতিক জলাশয়ে উপস্থিত পেস্টিসাইড বা হেভী মেটাল (ভারী ধাতু) মাছের অবশিষ্টাংশ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক জলাশয় বা চাষকৃত মাছ বা চিংড়ি খামার হতে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাই মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনার রেসিডিউ পরীক্ষণ।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও রেজিস্টার পরীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৫] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা	[২.৫.১] পরিচালিত অভিযান	মাছ বা চিংড়িতে বিভিন্ন অপদ্রব্য বা ফরমালিন মিশ্রিতকরণ রোধে মৎস্য অদিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এবং/অথবা পুলিশ/র‍্যাব বাহিনীর সদস্যদের সহযোগীতায় হাট-বাজার, আড়ত প্রভৃতি স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সংখ্যা যাচাই	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	[২.৫] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা	[২.৫.১] পরিচালিত অভিযান	সহযোগিতা অব্যাহত থাকা অথবা বৃদ্ধি পাওয়া	প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের অংশগ্রহণ আবশ্যক। প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া গেলে অধিক সংখ্যায় অভিযান পরিচালনা করা যাবে।	প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে অভিযানের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	[২.১] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন	[২.১.১] পরিদর্শণকৃত কনসাইনমেন্ট	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার উৎপাদন ও রপ্তানি একই ধারায় অব্যাহত থাকা অথবা বৃদ্ধি পাওয়া	মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির পূর্বে আইন-বিধি দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা আবশ্যক। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এর পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।	মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার উৎপাদন ও রপ্তানি হ্রাস পেলে সংশ্লিষ্ট কেপিআই হ্রাস পাবে।
অর্থ মন্ত্রণালয়/ নৌবাহিনী/কোস্টগার্ড/বাংলাদেশ পুলিশ/ নৌপুলিশ/ র‍্যাব/জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	[২.৫] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা	[২.৫.১] পরিচালিত অভিযান	সহযোগী সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট	জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ তথা ইলিশ সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এতদসংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মোবাইলকোর্ট পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অভিযান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের পরিমাণ হ্রাস পাবে। ফলে মনিটরিং ব্যবস্থা বিপযয় এর মধ্যে পড়বে এবং জেলেরা অবাধে জাটকা ও মা ইলিশ ধরা অব্যাহত রাখবে। ফলে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সরকারের বর্তমান সাফল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।